দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 20 JUL 2017
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৫

ভবন নির্মাণে রডের সঙ্গে বাঁশ

বান্দরবান প্রতিনিধি ●

বান্দরবানে সরকারি মহিলা কলেজের একাডেমিক ভবনের উন্নয়নকাজে রডের (লোহার) সঙ্গে বাঁশ ব্যবহার করা হচ্ছে। শ্রমিকরা দেয়াল মজবুত করতেই বাঁশের ব্যবহার করা হচ্ছে বলে দাবি করলেও অভিযোগ ওঠায় নির্মাণকাজ বন্ধ করে দিয়েছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। গতকাল বুধবার বিকালে এ ঘটনা ঘটে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ ও শ্রমিক সূত্র জানায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে প্রায় ৮১ লাখ টাকা ব্যয়ে জেলা সদরের বালাঘাটায় বান্দরবান সরকারি মহিলা কলেজের একাডেমিক ভবনের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ চলছে। স্থানীয় ঠিকাদার তাপস দাশ উন্নয়নকাজটি বাস্তবায়ন করছেন। উন্নয়নকাজে একাডেমিক ভবনের তৃতীয় তলায় বিজ্ঞানাগারের দেয়াল নির্মাণে (ড্রপ ওয়াল) রডের (লোহার) সঙ্গে বাঁশ ব্যবহার করা হচ্ছে। খবর পেয়ে সরেজমিনে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেছে, শ্রমিকরা দেয়াল ঢালাই দেওয়ার আগে রডের সঙ্গে বাঁশের লম্বা লম্বা ফালি বেঁধে দিচ্ছে। অনেক স্থানে লোহার পরিবর্তেই বাঁশ দেওয়া হচ্ছে। গণমাধ্যমকর্মীরা উন্নয়নকাজে বাঁশ ব্যবহারের ছবি তোলার পর টনক নড়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের। পরক্ষণেই কলেজ কর্তৃপক্ষ নির্মাণকাজ বন্ধ করে দেয়।

কয়েক কলেজ শিক্ষক অভিযোগ করেন, দেয়ালে বাঁশের ব্যবহার বন্ধ করতে শ্রমিকদের অনেকবার বলা হলেও ঠিকাদার তাদের কথাই শোনেননি। বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ বিষয়টি দেখেও না দেখার মতো করে চুপ ছিল। শ্রমিক আলী হোসেন গণমাধ্যমকর্মীদের বলেন, ঢালাইয়ে সিমেন্ট ধরে রাখতে এবং দেয়াল মজবুত করতেই রডের সঙ্গে বাঁশ ব্যবহার

এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৪

ঢালাইয়ের আগে রডের সঙ্গে বেঁধে রাখা বাঁশ। গতকাল প্রতিনিধির পাঠানো ছবি

ভবন নির্মাণে রডের

(শেষ পৃষ্ঠার পর) করা হচ্ছে।

ঠিকাদার তাপস দাশ বলেন, রডের পরিবর্তে বাঁশ দেওয়া হচ্ছে না। দেয়ালটি টেকসই করতে লোহার সঙ্গে বাঁশ ব্যবহার করা হচ্ছে। শ্রমিকরা আমাকে তাই বলেছেন, আমি বর্তমানে চট্টগ্রামে আছি। তবে আমি বাঁশ খুলে ফেলতে বলেছি।

এদিকে কলেজের উন্নয়নকাজে রডের সঙ্গে বাঁশের ব্যবহার নিয়ে মহিলা কলেজের শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীসহ কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে উন্নয়নকাজটি বন্ধ করে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ প্রদীপ বড়ুয়া বলেন, রডের সঙ্গে বাঁশ ব্যবহারের কাজটি মোটেও ঠিক হয়নি। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের কাজ করা উচিত নয়। আমরা কাজটি বন্ধ করে দিয়েছি।

এ বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের বান্দরবানের সহকারী প্রকৌশলী নুর হোসেন জানান, আমরা ঠিকাদারকে বাঁশ ব্যবহার করতে বলিনি। এটি হয়তো শ্রমিকরা না বুঝে করেছেন। তবে বাঁশ খুলে ফেলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....
তারিখ.....

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর